যায়যায়দিন

04 DEC 2008
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ১

অনিয়মের মধ্য দিয়ে শেষ হলো ইবির ভর্তি পরীক্ষা

ইবি প্রতিনিধি

অনিয়ম, দুর্নীতি আর জালিয়াতির মধ্য দিয়ে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা গতকাল শেষ হয়েছে। ভর্তি পরীক্ষা হওয়ার পর থেকে উত্তরপত্র দেখার সময় পর্যন্ত প্রায় এক মাস প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে। এ সময়ে এসব উত্তরপত্র কিভাবে রাখা হবে তার কোনো ব্যবস্থাও নেয়া হয়নি। ভর্তি পরীক্ষায় বিভিন্ন অনিয়ম-দুর্নীতির প্রতিবাদ করায় এবার আইন করে পরীক্ষা কেন্দ্রে সাংবাদিকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়।

জানা যায়, ভর্তি পরীক্ষায় দুর্নীতি, অনিয়ম ও জালিয়াতির মাধ্যমে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করিয়ে দিতে ক্যাম্পাস এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় দুর্নীতিবাজ ও জালিয়াত চক্র সক্রিয়ভাবে কাজ করে। 'খ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ড. এমতাজ হোসেনের মাধ্যমে ফাঁস হয়েছে বলে অভিযোগ উঠে। নিয়মানুযায়ী এ অনুষদের প্রশ্নপত্র প্রণয়নের দায়িত্ব ইউনিটের সমন্বয়কের। কিন্তু তাকে প্রশ্ন করতে না দিয়ে এ ইউনিটের শিক্ষক ড. এমতাজ হোসেন একা প্রশ্ন প্রণয়ন করেন বলে ইউনিট সূত্রে জানা গেছে। এ সময় 'খ' ইউনিটের সমন্বয়ক প্রফেসর ড. আব্দুল মালেক ক্ষুব্ধ হয়ে ভিসি বরাবর পদত্যাগপত্র জমা দেন। তিনি এ ব্যাপারে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় ও ইউনিটের স্বার্থে আমাদের অনেক কিছুই ছাড় দিয়ে চলতে হয়েছে। একই ভাবে অভিযোগ উঠেছে 'গ' ইউনিটের সমন্বয়ক প্রফেসর ড. কামাল উদ্দিন প্রশ্ন করলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. এ কে এম মতিনুর রহমান বিশেষ প্রভাব খাটিয়ে তার প্রস্তুতকৃত প্রশ্নের সেটে পরীক্ষা গ্রহণ করেন। আবার 'ছ' ইউনিটের প্রশ্নের সঙ্গে এ ইউনিটের সমন্বয়কের জুডিশিয়াল কোচিংয়ের অনেক মডেল টেস্টের সঙ্গে মিলে যাওয়ায় অনেকে অভিযোগ করেন, এ ইউনিটের সমন্বয়কের কোচিং সেন্টারের মাধ্যমে প্রশ্ন ফাঁস হতে পারে।

এদিকে গত কয়েক বছর ভর্তি পরীক্ষায় সাংবাদিকদের সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে ছবি বদল, প্রক্সি ও প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে শতাধিক জালিয়াতকারীকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয় প্রশাসন। তাদের মধ্যে ঢাকা, রাজশাহী, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজের ছাত্ররাও ছিল। এ ব্যাপারে একাধিক তদন্ত কমিটি গঠন করা হলেও তাদের সঙ্গে জড়িত চক্রটিকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়নি প্রশাসন। এসব তদন্ত কমিটির এক শিক্ষক সদস্য নাম প্রকাশ না করার অনুরোধ করে বলেন, শিক্ষকরাই যদি এ ধরনের কাজের সঙ্গে জড়িত থাকে তাহলে আর কি করা যাবে।

এবারের ভর্তি পরীক্ষায় এসব অনিয়ম জালিয়াতির সংবাদ সংগ্রহ করতে গেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. এ কে এম মতিনুর রহমান আইন করে পরীক্ষার হলে সাংবাদিকদের প্রবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। এক বছরের জন্য নিয়োগ পাওয়া প্রক্টরের মেয়াদ দেড় বছরেরও বেশি পেরিয়ে গেলেও বিএনপিপন্থী এ প্রক্টরের নিষেধাজ্ঞার কারণে পরীক্ষার হলে দায়িত্বরত শিক্ষক-কর্মকর্তারা সাংবাদিকদের ভেতরে প্রবেশ করতে দেয়নি। এ ঘটনায় সাংবাদিকরা ক্ষুব্ধ হয়ে পরীক্ষার হল ত্যাগ করে। পরে তারা ভিসি প্রফেসর ফয়েজ মোহাম্মদ হকের সঙ্গে দেখা করে বিষয়টি জানালে তিনি বলেন, আমার জানামতে পরীক্ষার হলে সাংবাদিকদের ক্যাটেগরিক্যালি প্রবেশ করতে দেয়ার কথা ছিল। কেন সাংবাদিকদের প্রবেশ করতে দেয়া হলো না তা আমি জানি না।